সাহিত্যবিলাসী অর্ণববাবুর প্রতি!

আপনার লেখা পড়ে আমাকে বলতেই হচ্ছে আপনি বিশুদ্ধ সাহিত্যবিলাসী মানুষ।

আচ্ছা, আপনিই বলুন, আপনি সাহিত্যচর্চার কি হত যদি, আপনি জন্মাতেন

(১) স্টালিনের জমানায়?
(২)পলপটের জমানায়?
(৩) ইরান বা সৌদি আরবে? বা উত্তর কোরিয়ায়?
(৪) হিটলার বা মুসোলীনির জমানায়

বা ধরুন কাল যদি হিন্দু মৌলবাদী বা মাওবাদীরা ক্ষমতা দখল করে, আপনি লেখা ছেরে দেবেন না আমেরিকায় পালাবেন? কলকাতায় বসে লিখতে পারবেন না সেটা জানি!

মানুষ যখন বাক স্বাধীনতার অধিকার পায়, সে মনে করে সেটা জন্মগত। সেটার জন্য আর কোন রাজনৈতিক আন্দোলন করার দরকার নেই। গোটা পৃথিবী জুরে মৌলবাদের যে বিষাক্ত বীজ বপন হয়েছে সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন না? দেখছেন না কি ভাবে খৃস্টান মৌলবাদীদের সন্তুস্ট করতে মুসলমানদের উপর আক্রমন করা হচ্ছে? জানেন না যদি কোন খ্রীস্টান, বাইবেল সহ ধরা পরে, তাকে সৌদি আরবে বেত্রাঘাত করা হয়? দেবদেবীর মূর্তি সহ ধরা পরলে হিন্দুদেরও একই হাল হয়! আর কত গুজরাত দেখতে চান?

বাকস্বাধীনতার যে অধিকার আমরা অর্জন করেছি, সেটার জন্য ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। আন্দোলনের জন্য রাজনৈতিক শক্তি লাগে। চাই সংখ্যা এবং গাঢ়ত্ব। তার জন্য চাই বাকী সব লোকেদের যারা এই যুক্তিবাদের মধ্যে নেই, কিন্তু কিছু না বুঝেই ধর্মের স্বীকার হচ্ছে। কারণ তারা খুঁজছে খুঁটি। বেঁচে থাকার খুঁটি। এবং বিজেপি ও জামাত তাদের ক্ষেত্র প্রসারন করছে। ধর্ম ফালতু বটে । কিন্তু আপনার পরিচিত কোন ধার্মিক ব্যক্তিকে তার আরাধ্য দেবতাকে গালি দিতে বলুন, এ কি কঠিন ঠাঁই টের পাবেন। ধর্মকে ফালতু বলে, আসলে ধর্মীয় মৌলবাদকেই শক্তিশালী করা হয়। কারণ ৮৯-৯০% লোক, ধর্ম বিনা নিজের অস্তিত্ব ভাবতে পারে না।

আমি যখন আই আই টি পড়তাম, আপনার মতন ছিলাম। পৃথিবীটা ছিল কতো সুন্দর-চেকভ, রবীন্দ্রনাথ আর টলস্টয়ে মুগ্ধ হয়ে ভাবতাম কত সুন্দর এই পৃথিবী। কেনই বা এত যুদ্ধ, এত ভেদাভেদ আর ধর্ম নিয়ে এত ফালতু মাতামাতি!

গত কয়েক বছর ধর্ম আর দর্শন নিয়েই আছি। ভালো সাহিত্য পড়তে কার না ইচ্ছা করে মশাই? কিন্তু মৌলবাদের এই জঞ্জালের মধ্যে করব কি বলুন?

এই ফোরামে ডঃ আবুল কাশেম, মঃ আসগার, কুদ্দুস খান, ডঃ কামরান মির্জা, ফতেমোল্লা এবং অভিজিত , এরা জীবন পন করে ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন।

কিন্তু শুধু লড়লেই তো হল না। আমাদের ধর্মের বিকল্প দাঁড় করাতে হবে। কারণ আধ্যাত্মিকতার চাহিদাটা যৌন চাহিদার মতন মৌলিক। সেটাকে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে মেটাতে না পাড়লে, লোকে বটগাছ তলার সাহিত্য পড়বে আর মেয়েদের ধর্ষন করবে। শুধু বটগাছ তলার সাহিত্য পচা বললে যৌন চাহিদা মেটে না।

সেই জন্যই বিজ্ঞানবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি দরকার।

-বিপ্লব
ক্যালিফোর্নিয়া
১০/২৪/২০০৫